সমকাল

তারিখঃ ২৩-০২-২০২৩ (পৃঃ ০৯)

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১০ ফাল্গুন ১৪২৯
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বাণী

মো: আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক এমপি

নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি

বাণী

ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার

খাদ্য নিরাপত্তায় ব্রি'র সাফল্যের পাঁচ দশক

ড. মো. শাহজাহান কবীর

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিলো- ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত করা। ত্রিশ লক্ষ শহিদ ও দুই লক্ষ মা-বোনের ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধু একটি সোনালি ফসলে ভরপুর, সুখী-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন, তাই স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই তিনি ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সে কারণেই স্বাধীনতার পর দেশ পরিচালনায় এসে বঙ্গবন্ধু প্রথমেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন কৃষির ওপর। বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন, দেশের মানুষকে বাঁচাতে হলে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে, এ জন্য দ্রুত উন্নত কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তা কৃষক পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ করতে হবে। 'কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে' স্লোগানে তিনি সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন।

ব্রি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

আবহমান কাল থেকে এদেশে খাদ্য বলতে ভাতকেই বোঝানো হয়ে থাকে। ভাত বাংলাদেশের শতভাগ মানুষের প্রধান খাদ্য, এদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঐতিহাসিকভাবে এই ভূখণ্ড যেমন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলো না, তেমনি পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলো। এরপর ভাগ হলো দেশ। বদলে গেল সীমানা। শুধু বদলালো না এ অঞ্চলের মানুষের অনাহারের গল্প। তবে ভাগ্য বদলের নায়ক হয়ে ১৯৫৪ সনে আবির্ভূত হন শেখ মুজিবুর রহমান, যোগ দেন তৎকালীন সরকারের কৃষি, পরিবেশ ও জলবায়ু মন্ত্রী হিসেবে। তবে তাদের একপেশে নীতিতে বনিবনা না হওয়ায় মুখ থুবড়ে পড়ে ভিনদেশী পেটপুরে খাবার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন, ছেড়ে দেন মন্ত্রীত্ব। কৃষিমন্ত্রী থাকাকালীন খাদ্য পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধুর অব্যাহত চাপ ও তৎপরবর্তী পরিস্থিতি বিবেচনা করে তৎকালীন সরকার তাদের শেষ সময়ে এসে Accelerated Rice Research প্রকল্প অনুমোদন করে এবং ১৯৭০ সালে এ প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও মহান মুক্তিযুদ্ধের কারণে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর থেকে গবেষণা কর্মকাণ্ড প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে অন্য পেশাজীবীদের ন্যায় এই ইনস্টিটিউটের অনেক বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিক গবেষণা ছেড়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। জাতির জনকের নেতৃত্বে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের পর গবেষণা কার্যক্রম পুনরায় চালু করতে আরও ৪-৫ মাস লেগে যায়। ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি থেকে গবেষণা কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক হয়ে আসে। বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭৩ সালে পার্লামেন্টারি অ্যাক্ট-১০ ('Parliamenatry Act-X of 1973')-এর মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানটি জাতীয়করণ করেন, এর নামকরণ হয় 'বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)' ['Bangladesh Rice Research Institute (BRRI)']। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে ১৮ নং অধ্যাদেশ ['The Bangladesh Rice Research Institute (Amendment) Ordinance, 1996'] এবং সর্বশেষ 'বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন-২০১৭' (২০১৭ সনের ১৯ নং আইন) এর মাধ্যমে পার্লামেন্টারি অ্যাক্ট-১০ সংশোধিত হয়।

ব্রি প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ ছিল-

সম্পাদিত সাফল্য ও বর্তমান কর্মকাণ্ড

টেকসই খাদ্যনিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

• মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১০ ফাল্গুন ১৪২৯
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বাণী

শেখ হাসিনা

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ওয়াহিদা আক্তার

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখঃ ২৩-০২-২০২৩ (পৃঃ ০৭)

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১০ ফাল্গুন ১৪২৯
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বাণী

[illegible]

মো: আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

[illegible]

ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক এমপি

নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি

বাণী

[illegible]

ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার

খাদ্য নিরাপত্তায় ব্রি'র সাফল্যের পাঁচ দশক

ড. মো. শাহজাহান কবীর

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্মলালিত স্বপ্ন ছিলো- ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত করা। ত্রিশ লক্ষ শহিদ ও দুই লক্ষ মা-বোনের ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধু একটি সোনালি ফসলে ভরপুর, সুখী-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন, তাই স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই তিনি ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সে কারণেই স্বাধীনতার পর দেশ পরিচালনায় এসে বঙ্গবন্ধু প্রথমেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন কৃষির ওপর। বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন, দেশের মানুষকে বাঁচাতে হলে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে; এ জন্য দ্রুত উন্নত কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তা কৃষক পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ করতে হবে। 'কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে' স্লোগানে তিনি সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন।

ব্রি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

আবহমান কাল থেকে এদেশে খাদ্য বলতে ভাতকেই বোঝানো হয়ে থাকে। ভাত বাংলাদেশের শতভাগ মানুষের প্রধান খাদ্য, এদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঐতিহাসিকভাবে এই ভূখণ্ড যেমন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলো না, তেমনি পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলো। একপর্যায়ে ভাগ হলো দেশ। বদলে গেল সীমানা। শুধু বদলালো না এ অঞ্চলের মানুষের অনাহারের গল্প। তবে ভাগ্য বদলের নায়ক হয়ে ১৯৫৪ সনে আবির্ভূত হন শেখ মুজিবুর রহমান, যোগ দেন তৎকালীন সরকারের কৃষি, পরিবেশ ও জলবায়ু মন্ত্রী হিসেবে। তবে তাদের একপেশে নীতিতে বনিবনা না হওয়ায় মুখ থুবড়ে পড়ে তিনকোটা পেটপুরে খাবার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন, ছেড়ে দেন মন্ত্রীত্ব। কৃষিমন্ত্রী থাকাকালীন খাদ্য পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধুর অব্যাহত চাপ ও তৎপরবর্তী পরিস্থিতি বিবেচনা করে তৎকালীন সরকার তাদের শেষ সময়ে এসে Accelerated Rice Research প্রকল্প অনুমোদন করে এবং ১৯৭০ সালে এ প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও মহান মুক্তিযুদ্ধের কারণে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর থেকে গবেষণা কর্মকাণ্ড প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে অন্য পেশাজীবীদের ন্যায় এই ইনস্টিটিউটের অনেক বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিক গবেষণা ছেড়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। জাতির জনকের নেতৃত্বে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের পর গবেষণা কার্যক্রম পুনরায় চালু করতে আরও ৪-৫ মাস লেগে যায়। ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি থেকে গবেষণা কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক হয়ে আসে। বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭৩ সালে পার্লামেন্টারি অ্যাক্ট-১০ ('Parliamenatry Act-X of 1973')-এর মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানটি জাতীয়করণ করেন, এর নামকরণ হয় 'বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)' ['Bangladesh Rice Research Institute (BRRI)']। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে ১৮ নং অধ্যাদেশ ['The Bangladesh Rice Research Institute (Amendment) Ordinance, 1996'] এবং সর্বশেষ 'বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন-২০১৭' (২০১৭ সনের ১৯ নং আইন) এর মাধ্যমে পার্লামেন্টারি অ্যাক্ট-১০ সংশোধিত হয়।

ব্রি প্রতিষ্ঠার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ ছিল-

- ধানের উন্নয়ন ও উৎপাদন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা।
- দেশের আবহাওয়া, বৈচিত্র্যময় কৃষিপরিবেশের উপযোগী আধুনিক উচ্চ ফলনশীল (উফশী) ধানের জাত ও লাগসই উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- মাঠ পর্যায়ে উদ্ভাবিত ধানের নতুন জাতসমূহের প্রদর্শনী এবং উদ্ভাবিত জাতের চাষাবাদের উদ্দেশ্যে আগ্রহী কৃষকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

[illegible]

সাম্প্রতিক সাফল্য ও বর্তমান কার্যক্রম

[illegible]

টেকসই খাদ্যনিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

[illegible]

* মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১০ ফাল্গুন ১৪২৯
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বাণী

[illegible]

শেখ হাসিনা

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

[illegible]

ওয়াহিদা আক্তার

কৃষি মন্ত্রণালয় | বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ২৩-০২-২০২৩ (পৃঃ ০৮)

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১০ ফাল্গুন ১৪২৯
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বাণী

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি

বাণী

ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার

খাদ্য নিরাপত্তায় ব্রি'র সাফল্যের পাঁচ দশক

ড. মো. শাহজাহান কবীর

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্মলালিত স্বপ্ন ছিলো- ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত করা। ত্রিশ লক্ষ শহিদ ও দুই লক্ষ মা-বোনের ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধু একটি সোনালি ফসলে ভরপুর, সুখী-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন, তাই স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই তিনি ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সে কারণেই স্বাধীনতার পর দেশ পরিচালনায় এসে বঙ্গবন্ধু প্রথমেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন কৃষির ওপর। বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন, দেশের মানুষকে বাঁচাতে হলে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে, এ জন্য দ্রুত উন্নত কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তা কৃষক পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ করতে হবে। 'কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে' শ্লোগানে তিনি সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন।

ব্রি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

আবহমান কাল থেকে এদেশে খাদ্য বলতে ভাতকেই বোঝানো হয়ে থাকে। ভাত বাংলাদেশের শতভাগ মানুষের প্রধান খাদ্য, এদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঐতিহাসিকভাবে এই ভূখণ্ড যেমন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলো না, তেমনি পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলো। একপর্যায়ে ভাগ হলো দেশ। বদলে গেল সীমানা। শুধু বদলালো না এ অঞ্চলের মানুষের অনাহারের গল্প। তবে ভাগ্য বদলের নায়ক হয়ে ১৯৫৪ সনে আবির্ভূত হন শেখ মুজিবুর রহমান, যোগ দেন তৎকালীন সরকারের কৃষি, পরিবেশ ও জলবায়ু মন্ত্রী হিসেবে। তবে তাদের একপেশে নীতিতে বনিবনা না হওয়ায় মুখ থুবড়ে পড়ে ভিনদেশী পেটপুরে খাবার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন, ছেড়ে দেন মন্ত্রীত্ব। কৃষিমন্ত্রী থাকাকালীন খাদ্য পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধুর অব্যাহত চাপ ও তৎপরবর্তী পরিস্থিতি বিবেচনা করে তৎকালীন সরকার তাদের শেষ সময়ে এসে Accelerated Rice Research প্রকল্প অনুমোদন করে এবং ১৯৭০ সালে এ প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও মহান মুক্তিযুদ্ধের কারণে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর থেকে গবেষণা কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে অন্য পেশাজীবীদের ন্যায় এই ইনস্টিটিউটের অনেক বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিক গবেষণা ছেড়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। জাতির জনকের নেতৃত্বে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের পর গবেষণা কার্যক্রম পুনরায় চালু করতে আরও ৪-৫ মাস লেগে যায়। ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি থেকে গবেষণা কার্যক্রম স্বাভাবিক হয়ে আসে। বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭৩ সালে পার্লামেন্টারি অ্যাক্ট-১০ ('Parliamenatry Act-X of 1973')-এর মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানটি জাতীয়করণ করেন, এর নামকরণ হয় 'বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)' ['Bangladesh Rice Research Institute (BRRI)']। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে ১৮ নং অধ্যাদেশ ['The Bangladesh Rice Research Institute (Amendment) Ordinance, 1996'] এবং সর্বশেষ 'বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন-২০১৭' (২০১৭ সনের ১৯ নং আইন) এর মাধ্যমে পার্লামেন্টারি অ্যাক্ট-১০ সংশোধিত হয়।

সাম্প্রতিক সাফল্য ও বর্তমান কার্যক্রম

টেকসই খাদ্যনিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১০ ফাল্গুন ১৪২৯
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বাণী

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জয় বাংলা।

ওয়াহিদা আক্তার

যুগান্তর
THE DAILY JUGANTOR

তারিখঃ ২৩-০২-২০২৩ (পৃঃ ১৫)

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১০ ফাল্গুন ১৪২৯
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বাণী

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি

বাণী

ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার

খাদ্য নিরাপত্তায় ব্রি'র সাফল্যের পাঁচ দশক

ড. মো. শাহজাহান কবীর

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্মলালিত স্বপ্ন ছিলো- ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত করা। ত্রিশ লক্ষ শহিদ ও দুই লক্ষ মা-বোনের ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধু একটি সোনালি ফসলে ভরপুর, সুখী-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন, তাই স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই তিনি ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সে কারণেই স্বাধীনতার পর দেশ পরিচালনায় এসে বঙ্গবন্ধু প্রথমেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন কৃষির ওপর। বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন, দেশের মানুষকে বাঁচাতে হলে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে, এ জন্য দ্রুত উন্নত কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তা কৃষক পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ করতে হবে। 'কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে' স্লোগানে তিনি সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন।

ব্রি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

আবহমান কাল থেকে এদেশে খাদ্য বলতে ভাতকেই বোঝানো হয়ে থাকে। ভাত বাংলাদেশের শতভাগ মানুষের প্রধান খাদ্য, এদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঐতিহাসিকভাবে এই ভূখণ্ড যেমন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলো না, তেমনি পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলো। এরপর ভাগ হলো দেশ। বদলে গেল সীমানা। শুধু বদলালো না এ অঞ্চলের মানুষের অনাহারের গল্প। তবে ভাগ্য বদলের নায়ক হয়ে ১৯৫৪ সনে আবির্ভূত হন শেখ মুজিবুর রহমান, যোগ দেন তৎকালীন সরকারের কৃষি, পরিবেশ ও জলবায়ু মন্ত্রী হিসেবে। তবে তাদের একপেশে নীতিতে বনিবনা না হওয়ায় মুখ থুবড়ে পড়ে তিনবেলা পেটপুরে খাবার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন, ছেড়ে দেন মন্ত্রীত্ব। কৃষিমন্ত্রী থাকাকালীন খাদ্য পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধুর অব্যাহত চাপ ও তৎপরবর্তী পরিস্থিতি বিবেচনা করে তৎকালীন সরকার তাদের শেষ সময়ে এসে Accelerated Rice Research প্রকল্প অনুমোদন করে এবং ১৯৭০ সালে এ প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও মহান মুক্তিযুদ্ধের কারণে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর থেকে গবেষণা কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে অন্য পেশাজীবীদের ন্যায় এই ইনস্টিটিউটের অনেক বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিক গবেষণা ছেড়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। জাতির জনকের নেতৃত্বে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের পর গবেষণা কার্যক্রম পুনরায় চালু করতে আরও ৪-৫ মাস লেগে যায়। ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি থেকে গবেষণা কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক হয়ে আসে। বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭৩ সালে পার্লামেন্টারি অ্যাক্ট-১০ ('Parliamenatry Act-X of 1973')-এর মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানটি জাতীয়করণ করেন, এর নামকরণ হয় 'বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)' ['Bangladesh Rice Research Institute (BRRI)']। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে ১৮ নং অধ্যাদেশ ['The Bangladesh Rice Research Institute (Amendment) Ordinance, 1996'] এবং সর্বশেষ 'বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন-২০১৭' (২০১৭ সনের ১৯ নং আইন) এর মাধ্যমে পার্লামেন্টারি অ্যাক্ট-১০ সংশোধিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১০ ফাল্গুন ১৪২৯
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বাণী

শেখ হাসিনা

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ওয়াহিদা আক্তার